# লোকান্তরে সাঁতারের কিংবদন্তী

ক্রীড়াজগত

সালমা রফিক ঃ যে বুড়িগঙ্গা নদীতে পানির সাথে ছিল তার সখ্যতা, পানিই ছিল তার ধ্যান-জ্ঞান, পানির মাঝে বিচরণেই বিশ্বখ্যাত সেই বুড়িগঙ্গাতেই তিনি মিলিয়ে গেলেন সারাদেশে। শুধু রয়ে গেল তার কীর্তিগাঁথা। 'জন্মিলে মরিতে হইবে' এই অমোঘ সত্য থেকে কারো রেহাই নেই। তাই আমাদের কিংবদন্তীর সাঁতারু ব্রজেন দাশকেও এই সত্য মেনে নিতে হয়েছে।

ওপেন হার্ট সার্জারীর পর ব্রজেন দা জাতীয় ক্রীড়া পরিষদে আসলে বেশিরভাগ সময়ই ক্রীড়াজগত কার্যালয়ে কাটাতেন। কখনও থাকতেন খুব উচ্ছল, কখনও বিষন্ন। জীবনের শেষ লগ্নে এসে ব্রজেন দা ঢাকার লোকনাথ আশ্রমে একাই থাকতেন। কথায় কথায় তিনি ফিরে যেতেন বর্ণিল স্বপ্নময় রোমাঞ্চিত সেসব দিনগুলোতে। যেখানে তিনি ছিলেন মহানায়ক। ব্রজেন দা ক্রীড়াজগতেও লিখেছেন সাঁতারে তার কিভাবে পদচারণা শুরু ও উত্তরণ। তিনি যখন চ্যানেল বিজয়ী হয়েছেন, তখন আমি ক্লাস টু-এ পড়তাম। তাই চ্যানেলের মাহাত্ম্য তখন বুঝিনি। বুঝেছি পরে আমাদের পাঠ্য বইতে পড়ে। ব্রজেন দা'কে প্রথম দেখেছি ইন্টারস্কুল স্পোর্টস এর এক পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে ষাটের দশকের প্রথম ভাগে। ক্লাব এ্যাথলেটিক্স, প্রাদেশিক ক্রীড়ায় অংশগ্রহণের সুবাদে ঢাকা স্টেডিয়ামপাড়ায় নিয়মিত দেখা হতো ব্রজেন দার সাথে। ব্রজেন দা তখন ফরাশগঞ্জ স্পোর্টিং ক্লাবের সভাপতি ছিলেন। ব্রজেন দাশ ফরাশগঞ্জে মওলা বখশ মেমোরিয়াল ট্রাস্টের উপদেষ্টা ছিলেন। মওলা বখশের বাড়িতেই ছিল ফরাশগঞ্জ স্পোর্টিং ক্লাব। এই ক্লাব '৬৭ সালে লালকুঠিতে নিয়ে আসা হয়। ব্রজেন দা ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের নামকরা ফুটবলারও ছিলেন। ফরাশগঞ্জ এলাকায় কিন্তু তিনি লাড্ডু দা নামেই ছিলেন অধিক পরিচিত। যদিও তাদের বাড়ি ছিল বিক্রমপুরের সিরাজদিখাঁ থানার কুচিয়ামোড় গ্রামে। কিন্তু পুরো পরিবারই বসবাস করতেন ফরাশগঞ্জের ছোট্ট বাড়িটিতে। বাবা সেনাবাহিনীতে সাপ্লাইয়ের ব্যবসা করতেন। কিন্তু ছেলেকে আসাম-বেঙ্গলের সিমেণ্ট এজেন্ট করে দেন। ব্যবসায়ী হিসেবে ব্রজেন দাশ ছিলেন ঝানু ব্যবসায়ী। ইংলিশ চ্যানেল বিজয়ের পর তদানীন্তন পাকিস্তান সরকার ব্রজেন দাশকে পুরনো ঢাকায় একটি সরকারী প্লট অরিজিনাল এলটমেন্ট সহ দিয়ে দেন একটি সিনেমা হল করার জন্য। যার নামও দেওয়া হয়েছিল চ্যানেল সিনেমা হল। কিন্তু ব্রজেন দাশ সব কাগজপত্রসহ এই জমিটি বিক্রি করে দেন পুরনো ঢাকার বিশিষ্ট ব্যবসায়ী সিরাজ সাহেবের কাছে। পরবর্তীতে সিরাজ সাহেব তার নাম পরিবর্তন করে হলের নাম রাখেন মধুমিতা সিনেমা হল।

'৬৫ সালে ব্রজেন দাশ কোলকাতার মেয়ে ছন্দা বোসকে বিয়ে করেন। ছন্দা বৌদির বাবা প্রদ্যুত বোস ছিলেন কবি নজরুল ইসলাম ও কমল দাশ গুপ্ত'র বেশ কাছের লোক। ছন্দা বৌ-দি কথায় কথায় বলেছিলেন তার ছন্দা নাম রেখেছিলেন কবি নজরুল ইসলাম । কোলকাতার মেয়ে বলেই ঢাকাতে ব্রজেন পরিবার একনাগাড়ে বেশিদিন থাকতেন না। পরবর্তীতে ছন্দা দাশ ছেলেমেয়েকে নিয়ে কোলকাতাতেই স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করেন। কিন্তু ব্রজেন দাশ ঢাকা-কোলকাতা করেই তার জীবন কাটাতে লাগলেন। '৭৪-৭৫ সালে ব্রজেন দাশের প্রযোজনায় কোলকাতায় নির্মিত ছায়াছবি 'স্ত্রী' বেশ হিট ছবি হিসেবে মার্কেট পেয়েছিল। ছবির প্রধান ভূমিকায় ছিল উত্তম-সুপ্রিয়া। ব্রজেন দাশের ভাগ্য ছিল সবসময়ই সুপ্রসন্ন। কারণ তদানীন্তন পাকিস্তান সরকার, পরবর্তীতে বাংলাদেশ সরকারের সব আমলেই ব্রজেন দাশ সবার কাছ থেকে যে-কোন ধরণের সাহায্য-সহযোগিতা পেয়ে এসেছেন। কেউ তাকে কখনও বিমুখ করেননি। মৃত্যুর কিছুদিন আগে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা কোলকাতার ক্লিনিকে চিকিৎসার জন্য ব্রজেন দাশকে একলাখ টাকা দান করেছেন। জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ আয়োজিত নাগরিক শোক সভায় ক্রীড়ামন্ত্রী জনাব ওবায়দুল কাদের মিসেস ছন্দা দাশকে বলেছেন, "আপনি যখনই বাংলোদেশে আসবেন, ক্রীড়া মন্ত্রণালয় আপনার দেখাশুনা করবে। আর যদি থাকতে চান, তাও দেখবো আমরা।"

ব্রজেন দাশকে দাহ করার একদিন পর সাঁতার ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক মোশাররফ হোসেন ব্রজেন দাশের পত্নী ছন্দা দাশকে ক্রীড়াজগতে নিয়ে এসেছিলেন। বৌদিকে জিজ্ঞেস করলাম 'বিক্রমপুরের ভিটেবাড়িতে কে কে আছে।' বৌদি জানালেন, ব্রজেন দাশেরা তিন ভাই ছিলেন, সবাই মারা গেছেন। তাদের কোন বোন নেই। গ্রামের বাড়িতে যে ঘরটিতে ব্রজেন দাশ জন্মগ্রহণ করেছিলেন সেই ঘরটি এখনও আছে; তবে জরাজীর্ণ। ভাইয়ের ছেলেরাই দেখাশুনা করছে বলে ছন্দা দাশ জানালেন। ছন্দা দাশের কাছে প্রশ্ন রেখেছিলাম, এত বড় মাপের একজন সাঁতারুর ঘরণী হয়ে ছেলেমেয়ে দুটো, কেন সাঁতারু হিসেবে গড়ে তোলেননি ? একথার উত্তরে তিনি বললেন, জানেন তো "ময়রার ছেলে সন্দেশ খায় না"। পাশে বসা মোশাররফকে বললাম, তুমিও কি একই পথ অনুসরণ করবে ? সাথে সাথেই মোশাররফ বললো, "আমার মেয়েকে সাঁতারু হিসেবে গড়ে তুলেছি।"

এক ব্রজেন দাশ আমাদের মাঝ থেকে চলে গেছেন, হাজারো ব্রজেন দাস যেন ব্রজেন দাশের কীর্তিগাঁথায় উদ্বুদ্ধ হয়ে এদেশের সাঁতার অঙ্গনকে মাহিমান্বিত ও ঐশ্বর্যমণ্ডিত করে তোলে — এ মুহূর্তে এটাই আমাদের কামনা।